ইসলামী শরীয়তের মানদন্ডে

চুল-দাড়ীতে খেজাব ব্যবহারের বিধান

মাওলানা মুহম্মদ সদরুল আমিন (জগন্নাথপুরী)

কামিল (আল হাদিস বিভাগ) ফার্স্ট ক্লাস।

প্রকাশকালঃ রজব ১৪৩৮ হিজরী

যোগাযোগঃ মাওলানা মুহম্মদ সদরুল আমিন (জগন্নাথপুরী)

ইমাম ও খতীবঃ রসুলগঞ্জ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

ইমেইলঃ sadrul27@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মানুষের বয়স বাড়ার সাথে তার চুল দাড়ীও পরিবর্তন হতে শুরু করে। কারো চুল কাচা-পাকা থাকে; কারো আবার একদম সাদা পাটের মত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চুল-দাড়ি কালার করতে শরীয়ত কিছু নিয়ম কানুব বাতলিয়ে দিয়েছে; কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। নিম্নে তারই আলোকপাত করলাম।

**** কলপ বা খেজাব পরিচিতিঃ** চুল-দাড়ী কালার করতে যা ব্যবহার করা হয় তা-ই কলপ কিংবা খেজাব। খেজাবের ভিবিন্ন ধরন রয়েছে আর এই ভিন্নতার কারণে তার হুকুমেও তফাত বিদ্যমান।

**** প্রথম ভিন্নতা হলো,** এমন কিছু খেজাব যা ব্যবহারে ব্যবহারকারীর চুল-দাড়ীতে আবরণ পড়ে যায়। যার ফলে ব্যবহারকারীর চুল-দাড়ীতে পানি ঢুকেনা। এই প্রকার খেজাব সকলের ঐক্যমতে হারাম। তা ব্যবহারে অজু-গোসল শুদ্ধ হবেনা। যেমন এ ব্যপারে হানাফী মাযহাবের ফতওয়া হলো,

والخضاب اذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل - (فتاوى الهندية بالمعروفة علمگيرية. (ط الكبرى) ج١ ص٤ / (علمية) ج١ ص٦)

অনুবাদঃ- আর খেজাব যখন জমে গিয়ে শুকিয়ে যাবে তখন অজু কিংবা গোসল কোনটাই হবেনা। (আলমগীরী ইন্ডিয়ান ০১/০৪ বইরুত ০১/০৬, উর্দু ০১/১৮৯)

** **দ্বিতীয় প্রকার ভিন্নতা,** খেজাবের কালার নিয়ে। উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতের ভিত্তিতে লাল এবং হলুদ রঙের আবরনমুক্ত যা প্রলেপ পড়েনা এমন খেজাব সুন্নত (কওলী)। এবং ওয়াসামাহ / ওয়াসমাহ ব্যবহারের অনুমোতি আছে। তবে মেন্দী ব্যবহার করে তার উপর ওয়াসামাহ ব্যবহার করা যাবেনা। ওয়াসমাহ'র পরিচিতি পরে আসছে।

যেমন হাদীস শরীফে আছে,

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمّروا أو صفّروا، وخالفوا أهل الكتاب. (مجمع الزوائد ج٥ ص ١٦٠ رقم ٨٧٨١)

অনুবাদঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সময় আনসারী বৃদ্ধ ছাহাবায়ে কেরামগণের পাশদিয়ে গমনকালে তাদের সাদা দাড়ী দেখে ফরমালেন, হে আনসারগণ! (তোমাদের চুল-দাড়ী) লাল কিংবা হলুদ কর। এবং (তার মাধ্যমে) আহলে কিতাবদের বিপরীত করো। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৬০ হাদীস শরীফ নং ৮৭৮১)

** আরেক হাদিস শরীফে দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم : إن أحسَنَ ما غُيِّر به هذا الشَيبُ الحِنَّاءُ والكَتَمُ. (مصنف عبد الرزاق ٢٠١٨، ابن ماجه ٦٣٢٢، ترمذي١٨٤٩)

অনুবাদঃ হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই এই সাদা রঙ পরিবর্তনের জন্য উত্তম হলো মেন্দি ও কাতম। (মুছান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-২০১৮, ইবনে মাযাহ- ৬৩২২, তিরমিযী-১৮৪৯)

**** এ ব্যপারে হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রধান ইমাম, জাহিরে রেওয়ায়াতের মুছান্নিফ, ইমাম মুহম্মদ (রঃ) এর বক্তব্য নিম্নরূপঃ** তিনি তাঁর রেওয়ায়াতকৃত মুআত্বা ইমাম মালিক কিতাবে খেজাব সম্পর্কিত হাদীস শরীফ বর্ণনা করার পর বলেছেন,

قَالَ مُحَمَّدٌ : لا نَرَى بِالْخِضَابِ بالوَسَمة وَالْحِنَّاءِ والصُّفْرة بَأْسًا، وَإِنْ تَرَكَهُ أَبْيَضَ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، كلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ. (موطأ امام مالك برواية امام محمد الشيباني ص ٣٠٢ رقم الحديث ٩٣٧، التعليق الممجد عالىٰ موطأ محمد. ج٣ ص٤٦٣-٦٤)

অনুবাদঃ ইমাম মুহম্মদ (রঃ) বলেন, আমরা ওয়াসমাহ, হেন্না এবং ছুফরাহ এগুলো দিয়ে খেজাব লাগানোতে কোন মন্দ দেখিনা এবং কেউ যদি কিছুই না লাগিয়ে চুল-দাড়ীকে সাদাই রেখে দেয় তাতেও কোন অসুবিধা নেই, এখানে প্রতিটিই উত্তম।(মুওয়াত্ত্বা ইমাম

মালিক বি রেওয়ায়াতে ইমাম মুহম্মদ পৃষ্ঠা ৩০২ হাদীস শরীফ নং ৯৩৭, আত তা'লিকুল মুমাজ্জাদ ৩/৪৬৩-৬৪)

কিন্ত এই খেজাব যদি কালো কালারের হয় এবং তা আবরন যুক্ত হয় তা হলে তা সকলের ঐক্যমতে হারাম। আর আবরন মুক্ত কালো খেজাব ব্যবহার করা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতে "মাকরূহে তাহরীমী"। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো-

মূল আলোচ্চ বিষয় কালো খেজাব

কালো খেজাব বর্তমান সময়ে ভাইরাসের মত দেখা দিয়েছে।একদিকে কালো আরেক দিকে আবরন। ক্যামিকেল দিয়ে তৈরী এসব কলপ ব্যবহারের পুর্বে কেউ একবার চিন্তাও করেনা, যা ব্যবহার করতেছে এগুলো ব্যবহারের পরে অজু গোসল হবে কিনা! আগেকার যামানায় মেয়েরা নেইল পলিশ দিয়ে ছবাহী মক্তবে আসলে মক্তবের হুযুর সিরিয়াস রেগে যেতেন; বেত্রাগাত করে বলে দিতেন খবরদার! এগুলো আর লাগাবেনা; এগুলো লাগালে অজু হয়না। কিন্তু আজ, আজ সাধারণ মানুষের সাথে সাথে উনারাই চুল-দাড়ীতে নেইল পলিশের মত গাঢ় কালারের কলপ ব্যবহার করছেন! কেউ কেউ আবার জায়েজ ফতওয়া দিচ্ছেন। কেউ আবার বউ পছন্দ করেনা লজ্জা দেয় অজুহাত পেশ করছেন! হায়, হায় আখেরী যামানা!! এই যামানার এই মানুষগুলোরে উদ্দেশ্য করেই আমার দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করেছেন, "এরা জান্নাতের ঘ্রানও পাবেনা"।

** কালো খেজাব সম্পর্কে দয়াল নবীজী হুযুর পুরনূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হুসিয়ার বাণীঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَوِّدُونَ أَشْعَارَهُمْ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِم" - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. (معجم الأوسط للطبراني ج٤ ص ١٣٦رقم ٣٨٠٣، مجمع الزوائد ج٥ ص ١٦١ رقم ٨٧٩٣)

অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,আখেরী যামানায় এমন কিছু লোক বের হবে যারা তাদের চুল-দাড়ী কালো করবে। (কেয়ামত দিবসে) আল্লাহ পাক এদের প্রতি তাকাবেনও না। (মু'জামুল আওছাত ৪/১৩৬ হাদিস শরীফ নং ৩৮০৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৬১ হাদিস শরীফ নং ৮৭৯৩)

অপর হাদিসে দয়াল নবীজী ফরমান,

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ اللهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مجمع الزوائد ج٥ ص١٦٣ رقم ٨٨١٤)

অনুবাদঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যারা কালো খেজাব ব্যবহার করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদের চেহারা কালো করে দেবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/১৬৩ হাদিস শরীফ নং ৮৮১৪)

عن ابنِ عبَّاس، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم : يكونُ قَوْمٌ يخضِبُونَ في آخِرِ الزَّمانِ بالسَّواد كحَواصِلِ الحَمَامِ، لا يَرِيحُون رائِحةَ الجنَّة. (سنن أبي داؤد رقم الحديث٤٢١٢،سنن النسائي رقم الحديث ٥٠٧٥، سنن الكبرى للنسائي، ٩٢٩٣، مسند أحمد،٢٤٧٠)

অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন,দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,আখেরী যামানায় এমন কিছু লোক বের হবে যারা তাদের চুল-দাড়ী কবুতরের পাখার ন্যায় কড়া কালার দিয়ে কালো করবে, এরা জান্নাতের ঘ্রানও পাবেনা। (সুনান আবু দাউদ হাদিস শরীফ নং ৪২১২, সুনান কুবরা নাসায়ী হাদিস শরীফ নং ৯২৯৩, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল হাদিস শরীফ নং ২৪৭০)

দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোও ইরশাদ করেছেন,

حدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة. ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - "غيِّروا هذا بشيء، واجتنبوا السَّواد". (أخرجه مسلمٌ في اللباس والزينة (٢/ ١٠١٠) رقم: (٢١٠٢)، وأبو داود في الترجُّل بابٌ في الخضاب (٤٢٠٤)، والنسائيُّ في الزينة باب النهي عن الخضاب بالسواد (٥٠٧٦)، وابن ماجه في اللباس باب

الخضاب بالسواد (٣٦٢٤)، وأحمد (١٤٤٠٢)، مِن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ابن ابي شيبة ج٨ ص ٣١٤ \٤٣١ رقم ٢٥٤٨٦)

অনুবাদঃ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফা নবীজীর নিকটে আসলেন এমতাবস্থায় তার চুল-দাড়ী ধবধবে সাদা ছিল। তা দেখে নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, "غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ". কোন কিছু দিয়ে (চুল-দাড়ী) পরিবর্তন করে নাও (ইবাহত) এবং কালো পরিহার কর (ওজুব)। (মুসলিম শরীফ ২১০২,আবুদাউদ শরীফ ৪২০৪,নাসাঈ শরীফ ৫০৭৬, ইবনে মাযাহ শরীফ ৩৬২৪, মুসনাদে আহমদ ১৪৪০২, ইবনে আবি শাইবাহ ২৫৪৮৬)

এ সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনা,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَابَ إِلَّا يَسِيرًا، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ خَضَبَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. قَالَ: وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ أَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتحِ مَكَّةَ يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: " لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ، لَأَتَيْنَاهُ تَكْرُمَةً لِأَبِي بَكْرٍ ". فَأَسْلَمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " غَيِّرُوهُمَا، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ".رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ، وَفِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ

الصَّحِيحِ. (مجمع الزوائد ج٥ ص ٢٠٦(٨٧٨٠) البزار (٦٧٣٧) ، وأبو يعلي (ج٥ ص٢١٦ رقم ٢٨٣١) ، "شرح مشكل الآثار" (ج٩ ص٣٠٣ رقم ٣٦٨٦) ، وابن حبان (٥٤٧٢) ، والحاكم ٢٤/٣)

অনুবাদঃ “মুহম্মদ ইবনে সিরীন (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাদিমুর রসূল হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) কে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র খেজাব ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন, কয়েকটা চুল-দাড়ী (১৭/১৮ কিংবা ২০টা) ছাড়া রসূলে খোদা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র চুল-দাড়ী পাকেনি (তাই তিনির খেজাব ব্যবহার করার প্রয়োজনই ছিলনা)। কিন্ত হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত উমর ফারুক (রাঃ) মেন্দী এবং কাতম (দুটি গাছের পাতা এক করে পিশে) দিয়ে খেজাব লাগাতেন (যার রঙ ছিল লাল)। তিনি বলেন (হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ), মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) উনার পিতা আবু কুহাফাকে বহন করে দরবারে রেসালতে নিয়ে আসলেন এমতাবসস্থায় তিনি খুবই বৃদ্ধ ছিলেন। এই বৃদ্ধ মানুষটিকে তার বাড়ীতে রেখে আমাদেরকে সংবাদ দিলে আমরা হযরত আবু বকরের সম্মানার্থে সেখানেই যেতাম! অতঃপর আবু কুহাফা (রাঃ) ইসলাম গ্রহন করলেন,এমতাবস্থায় তার চুল-দাড়ী ধবধবে সাদা ছিল। (তা দেখে) দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, চুল-দাড়ী পরিবর্তন করে নাও, এবং কালো পরিহার করো। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮৭৮০, মুনানাদুল বাযযার ৬৭৩৭, মুসনাদ আবু ইয়া’লা ২৮৩১, শরহে মুশকিলিল আসার ৭৬৮৬, ইবনে হিব্বান ৫৪৭২, মুস্তাদরাক লিল হাকিম ৩/২৪)

**** লাল ও হলুদ রঙের খেজাব মুমিন-মুসলমানদের খেজাবঃ** হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَأَخِي مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ لِأَخِي : هَذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ. (مجمع الزوائد ج٥ ص ٢٠٦، رقم ٨٧٧٩)

অনুবাদঃ হযরত হাকিম ইবনে আমর আল গিফারী (রঃ) বলেন, আমি এবং আমার ভাই রাফে' ইবনে আমর আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রাঃ)'র নিকটে গেলাম, এমতাবস্থায় আমি মেন্দী এবং আমার ভাই হলুদ কালারের খেজাব ব্যবহার কৃত ছিলাম। আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) আমাকে বললেন, এটা ইসলামের (মুসলমান্দের) খেজাব এবং আমার ভাইকে বললেন, এটা ঈমানের খেজাব। (মাজামা-জিলদ ০৫, পৃষ্ঠা ২০৬, হাদীস নং ৮৭৭৯)

তবে কোন মতেই লাল / হলুদ খেজাব ক্যামিকেল যুক্ত / আবরন যুক্ত হতে পারবেনা। আবরন যুক্ত কোন খেজাবই বৈধ নয়। আর ক্যামিকেল যুক্ত হলে তা দ্রবনীয় না অদ্রবনীয় অবশ্যই পরীক্ষিত হতে হবে ।

**** দয়াল নবীজী হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম'র চুল-দাড়ী মোবারক (২০টা ছাড়া) পাকেনিঃ** নিম্নে দলিল সমূহ উল্লেখ করা হলো-

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَابَ إِلَّا يَسِيرًا. (حديث أبي قحافة)

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের চুল-দাড়ী মোবারক সামান্য কয়েকটি ছাড়া পাকেনি। (মাজমা-৮৭৮০)

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول ... وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء.(شمائل المحمدية للترمذي رقم ٠١)

অনুবাদঃ হযরত রবিয়া ইবনে আবু আব্দুর রাহমান হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে শ্রুতি ভিত্তিক বর্ণনা করেছেন, ...আর হযরত নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬০ বছরের মাথায় (৬৩ বছর বয়স মোবারকে) ইন্তেকাল করেছেন, এমতাবস্থায় উনার চুল-দাড়ী মোবারক মিলিয়ে মাত্র ২০টা পেকেছিল।

অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে ফতওয়ায়ে শামীতেও,

(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَفْعَلْهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، لِأَنَّهُ تُوُفِّيَ وَلَمْ يَبْلُغْ شَيْبُهُ عِشْرِينَ شَعْرَةً فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، بَلْ كَانَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ. (رد المحتار ج٥ ص٣٧٢/ ج٩ ص٦٠٥)

অনুবাদঃ (মোছান্নিফের কথা, প্রসিদ্ধ মতে হযরত নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজাব লাগাননি) কেননা, তিনি এটা লাগানোর প্রয়োজনবোধ করেননি। কেননা উনার ইন্তেকাল পর্যন্ত মাত্র ২০টা চুল-দাড়ী মোবারক সাদা হয়েছিল। তবে বুখারী শরীফ সহ আরো কিতাবের বর্ণনা মতে ১৭ টা চুল-দাড়ী মোবারক সাদা হয়েছিল।(রদ্দুল মোহতার শামী-রিয়াদ ৯/৬০৫, ৫/৩৭২-হিন্দ)

** চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফতওয়া **

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ আমরা হাদীস শরীফের বর্ণনা মোতাবেক খেজাব সম্পর্কে জানলাম। এখন আলোচনা করবো এ ব্যপারে মাযহাবের ইমামগণ রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন উনারা কি বলেছেন। কেননা আমরা মোকাল্লিদ তাই আমরা আমাদের নিজ নিজ মাযহাবের রাজেহ (প্রসিদ্ধ/ প্রাধান্যপ্রাপ্ত) ফতওয়ানুযায়ী আমল করবো। এটা আমাদের জন্য ফরজ / ওয়াজিব। যারা মাযহাব মানেনা তারা সঠিক পথের উপর নয়; এরা বিপথগামী। আর যারা মাযহাব মানেন এবং রাজেহ মাতের উপর আমল না করে নিজেদের ইচ্ছা মত একেক সময় একেকটা মানেন তারা আরো বেশী বিপথগামী। নিম্নে কালো খেজাব সম্পর্কে চার মাযহাবের রাজেহ বা প্রনিধানযোগ্য অভিমত পেশ করা হলো-

** হানাফী মাযহাবঃ

হানাফী মাযহাবের রাজেহ বা প্রনিধানযোগ্য ফতওয়া হলো কালো রঙের খেজাব ব্যবহার করা **মাকরূহ তাহরীমী**।

নিম্নে দলিল সমূহ উল্লেখ করা হলো -

০১. **"আদ দুররুল মোখতার"** কিতাবের ৬৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الاصح، والاصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ويكره بالسواد، وقيل لا. (الدر المختارص ٦٦٨، رد المحتارج٥ ص٣٧٢)

অনুবাদঃ হরবি (যুদ্ধরত) অবস্থা ছাড়াও পুরুষের জন্য খেজাব দেয়া মুস্তাহাব। ছহিহ কথা হলো রসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজাব লাগাননি। আর (হানাফী মাযহাবের রাজেহ কওল হলো,) কালো খেজাব মাকরূহ তাহরীমী । কেউ বলেন মাকরূহ নয়। (আদ দুররুল মোখতার ৬৬৮ নং পৃষ্ঠা , শামী ৫/৩৭২)

০২. হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফতওয়ার কিতাব **"রদ্দুল মোহতার"** পরিচিত নাম **"ফতওয়ায়ে শামী"** কিতাবে শায়খ মুহম্মদ আমিন (ইবনে আবেদীন) (রঃ) বলেছেন,

(قوله ويكره بالسواد) اى لغير الحرب قال في الذخيرة. اما الخضاب بالسواد للغزو ليكون اهيب للعدو فهو محمود بالاتفاق. وان يزيِّن نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشائخ. (رد المحتارج٥ ص٣٧٢/ ج٩ ص٦٠٥)

অনুবাদঃ-"(মুছান্নিফের কথা-"আর কালো খেজাব মাকরূহ তাহরীমী") অর্থাৎ, জিহাদের ময়দান ছাড়া কালো খেজাব ব্যবহার করা মাকরূহ তাহরীমী জখিরার লেখক তাই বলেছেন। কেননা, দুশমনদের মনে ভয় পয়দা করার নিমিত্তে জিহাদের ময়দানে কালো খেজাব ব্যবহার করা সকল উলামাদের ঐকমত্যে প্রসংসিত ও মুস্তাহসান। আর যদি স্ত্রীর নিকট কিংবা অন্য ক্ষেত্রে নিজেকে সুন্দর-হেন্ডসাম করে পরিচিত করার নিমিত্তে কালো খেজাব

ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা সকল মাশায়েখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাকরূহ তাহরীমী হবে”। (ফতওয়ায়ে শামী ০৫/৩৭২ হিন্দ, ০৯/৬০৫ সৌদি ছাপা)

০৩. প্রসিদ্ধ হানাফী ফতওয়ার কিতাব **“আলমগীরী”**তে আছে,

اتفق المشائخ رحمهم الله تعالي أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة - وانه من سيماء المسلمين وعلاماتهم - و أما الخضاب بالسواد فمن فعل ذالك من الغزاة ليكن أهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشائخ رحمهم الله تعالي - ومن فعل ذالك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه اليهن فذالك مكروه وعليه عامة المشائخ. (فتاوى الهندية بالمعروفة علمگيرية ج٥ ص٣٥٩ / ج٥ ص٤٣٨)

অনুবাদঃ পুরুষের জন্য লাল রঙের আবরনমুক্ত খেজাব সুন্নত একথার উপর মাশায়েখগণ (রাহিমাহুমুল্লাহু তাআ’লা) ঐকমত্য পোষন করেছেন। আর এটা মুসলমানদের নিশান এবং আলামত। আর শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে দুশমনের অন্তরে ভয় পয়দা করার নিমিত্তে কালো খেজাব ব্যবহার করা প্রসংসিত এ বিষয়েও মাশায়েখগণ (রাহিমাহুমুল্লাহু তাআ’লা) ঐকমত্য পোষন করেছেন। আর যদি নিজ স্ত্রীর নিকট নিজেকে সুন্দর-হেন্ডসাম করে পরিচিত করার নিমিত্তে কালো খেজাব ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা সকল মাশায়েখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাকরূহ তাহরীমী হবে। (আলমগীরী ০৫/৩৫৯ ইন্ডিয়া, ০৫/৪৩৮ বইরুত, উর্দু ০৯/৯০)

০৪. সর্বজন মান্য হানাফী ফক্বীহ ও মোহাদ্দিস আল্লামা মোল্লাআলী ক্বারী হানাফী (রঃ)’র বক্তব্যঃ তিনি তার কিতাব **“জামউল ওয়াসায়েল ফি শরহিশ শামায়েল”**-এ বলেছেন,

ثُمَّ إِنَّ الْقَائِلِينَ بِاسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ: هَلْ يَجُوزُ الْخَضْبُ بِالسَّوَادِ وَالْأَفْضَلُ الْخِضَابُ بِالْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ ؟ فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ الْخَضْبِ بِالسَّوَادِ، وَجَنَحَ النَّوَوِيُّ إِلَى أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ فِي الْجِهَادِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ، وَاسْتَحَبُّوا الْخِضَابَ بِالْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ.(جمع الوسائل ج١ ص١٠٦)

অনুবাদঃ নিশ্চয়ই খেজাবের বৈধতা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কালো খেজাব ব্যবহার করা কি জায়েজ? আর লাল খেজাব না হলুদ খেজাব উত্তম? এসব ব্যপারে অনেক কথা-বার্তা রয়েছে।অধিকাংশের মতে কালো খেজাব মাকরূহ তাহরীমী। আর ইমাম নববী (রঃ) তো হারামই বলেছেন।উলামায়ে কেরামগণের অনেকেই জীহাদের ক্ষেত্রে কালো খেজাবকে রুখছত দিয়েছেন।এছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে কালো খেজাব বৈধ নয়। আর লাল / হলুদ খেজাব মুস্তাহাব (তবে ঐচ্ছিক)। (জামউল ওয়াসায়েল-১/১০৬)

০৫. **মাজমুআ'তুল ফাতাওয়া** মাওঃ আব্দুল হাই (রঃ)'তে আছে,

خضاب كردن برنگ سياه خالص ممنوع و گناه كبيره است (مجموعة الفتاوى ج٤ ص٣٥٠)

অনুবাদঃ-"কালো খেজাব ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং কবিরা গুনাহের কারন"। (মাজমুআতুল ফাতাওয়া ৪/৩৫০)

উলামায়ে দেওবন্দের নিকট কালো খেজাব

দেওবন্দী ফতওয়ার কিতাব সমূহে কালো খেজাবের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ ব্যপারে **১ম** সারীতে আছে **"আহসানুল ফতওয়া"** এবং **"ইমদাদুল ফতওয়ার"** নাম। যেমন,

০১. এ ব্যপারে **"আহসানুল ফতওয়ার"** ৩য় জিলদ ২৯৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

سیاہ خضاب لگانے والا فاسق ہے ، لہذا ایسے امام کی اقتداء میں تراویح پھڑنا مکروہ تحریمي ہیں- صالح امام نہ ملے تو تراویح تنہا پڑھ لیں-

অনুবাদঃ কালো খেজাব ব্যবহারকারী ফাসিক। এধরনের ইমামের পেছনে তারাবীহ নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী। নেককার ইমাম পাওয়া না গেলে একাকী তারাবীহ পড়ে নেবে।

এছাড়াও **আহসানুল ফতওয়ার** ৮ম জিলদে كتاب الحظر والاباحة অধ্যায়ে طريق السداد لمحل الخضاب بالسواد নামে কালো খেজাবের অবৈধতার উপর ২০ পৃষ্ঠা (ضميمه সহ) ব্যাপী একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। যেখানে উলামায়ে দেওবন্দের আকাবিরীনের ফতওয়াসহ চার মাযহাবের রাজেহ ফতওয়া উল্লেখ করে কালো খেজাব লাগানো মাকরূহ তাহরীমী এটা প্রমাণ করেছেন।

০২. আশরাফ আলী থানভী সাহেব তার লিখিত ফতওয়ার কিতাব **ইমদাদুল ফতওয়া** ৪র্থ জিলদ, ২১৮ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, بالوں کے حلق و قصر اور خضاب اور ختنہ و غیرہ کے احکام নামক অধ্যায়ে বিস্তর আলোচনা করে এক পর্যায়ে বলেছেন,

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء کرام رحمہم اللہ تعالی اس مسئلہ میں کہ مردوں سر اور ڈاڑہی میں سیاہ خضاب لگانا ازروئے شریعت جائز ہے یا مکروہ یا حرام ؟

الجواب : حرام ، کیونکہ کلیا و جزئیا وعید آئی ہے ۔ (امداد الفتاوی ج۴ ص۲۱۸)

অনুবাদঃ পুরুষের চুল-দাড়ীতে কালো খেজাব লাগানো উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে জায়েজ,মাকরূহ, না হারাম? উত্তরঃ হারাম। কেননা তাতে কুল্লি জুযয়ী সতর্কবাণী রয়েছে।

০৩. মাওঃ আনোয়ার শাহ কাশমেরী (রঃ) তার লিখিত কিতাব **আরফুশ শাযী** ১ম জিলদ, ১২৮ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন,

وفي الحديث النهي الشديد عن الخضاب الاسود الذي لا يتميزبه بين الشيخ والشاب (الى قوله) والوسمة اذا لم تكن اسود اشد السواد ويتميز بين الشيخ والشاب فجائزة. (العرف الشذي ج۱ص۱۲۸)

অনুবাদঃ হাদীস শরীফে কালো খেজাব সম্পর্কে কঠিন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।কেননা কালো খেজাব ব্যবহারের ফলে জওয়ান-বুড়ো পার্থক্য করা যায়না। হাদীস শরীফে ব্যবহৃত ‘ওয়াসমাহ’ এটা ব্যবহার করা জায়েজ।এটা সরাসরি কালো নয়; (লাল-কালো রঙের

মধ্যবর্তী এমন রংটি'কে وَسْمَةٌ 'ওয়াসমাহ' বলা হয় যা সবুজ কিংবা খয়েরীর মত দেখায়) এটি ব্যবহার করলেও জওয়ান-বুড়ো পার্থক্য করা যায়। (আরফুশ শাযী ১/১২৮)

০৪. মাওঃ খলিল আহমদ সাহরানপুরী বলেছেন,

وفي الحديث تهديد شديد في خضاب الشعر بالسواد وهو مكروه كراهة تحريم. (بذل المجهود ج٦ ص٨٢)

অনুবাদঃ কালো খেজাব সম্পর্কে হাদীস শরীফে কঠিন ধমকি রয়েছে। তাই এটা ব্যবহার করা মাকরূহ তাহরীমী। (বজলুল মজহুদ ৬/২৮)

০৫. মুফতীয়ে দারুল উলুম দেওবন্দ মাওঃ আযীযুর রহমান ছাহেব তার লিখিত কিতাব **ফতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ**-এ বলেছেন,

سوال : جو شخص خضاب لگاوے اور سیاہ بال رکھے اسکے پیچھے نماز درست ہے یانہیں؟

الجواب : مکروہ ہے- (دار العلوم ج٣ ص ١٨)

অনুবাদঃ যে ব্যক্তি খেজাব ব্যবহার করে চুল কালো করে রাখে তার পেছনে নামায আদায় করা ছহিহ হবে কি ?

জওয়াবঃ মাকরূহ হবে। (ফতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ ৩/১৮)

এছাড়াও উনাদের অনলাইন পেইজ Darulifta-deoband.org এই পেইজেও মাকরূহ বলে ফতওয়া দেয়া হয়েছে ফতওয়া নাম্বার ৫১৪।

অন্যান্য মাযহবের ফতওয়া সমূহ

** **মালেকী মাযহাবঃ** মালেকী মাযহাবেও কালো খেজাব মাকরূহ তাহরীমী। দলিল-

يكره عند مالك صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم. (اوجز المسالك ج١٥ ص٢٥)

অনুবাদঃ ইমাম মালেক (রঃ) এর নিকট চুল কালো করা মাকরূহ তাহরীমী; হারাম নয়। (আউজাযুল মাসালিক ১৫/২৫)

** **শাফেয়ী মাযহাবঃ** শাফেয়ী মাযহাবে কালো খেজাব ব্যবহার করা রাজেহ কওল মতে 'হারাম'। দলিল-

ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة او حمرة ، ويحرم خضابه بالسواد على الاصح ، وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار 'التحريم' لقوله صلى الله عليه وسلم "واجتنبوا السواد". (شرح مسلم ج٢ ص١٩٩)

অনুবাদঃ আমাদের মাযহাব মতে (শাফেয়ী) পুরুষ-মহিলার জন্য লাল কিংবা হলুদ রঙ দিয়ে খেজাব লাগানো মুস্তাহাব। কিন্তু কালো রঙ লাগানো ছহিহ মতে হারাম। আবার কেউ বলেন, মাকরূহ তানযীহী। তবে গ্রহনযোগ্য অভিমত হলো হারাম। কেননা নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"কালো পরিহার করো"**। (শরহে মুসলিম ২/১৯৯)

** **হাম্বলী মাযহাবঃ** হাম্বলী মাযহাবও মাকরূহ তাহরীমীর পক্ষে। দলিল-

ويكره الخضاب بالسواد قيل لابى عبدالله تكره الخضاب بالسواد ؟ قال اِيْ والله. (المغني لإبن قدامة ٦٩/١)

অনুবাদঃ কালো খেজাব ব্যবহার করা মাকরূহ তাহরীমী। আবু আব্দুল্লাহ'কে (ইমাম আহমদ র.) জিজ্ঞেস করা হলো- কালো খেজাব কি মাকরূহ তাহরীমী ? তিনি জবাব দিলেন, **আল্লাহ'র শপথ অবশ্যই (মাকরূহ তাহরীমী)**।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর অভিমত

** হযরত ইমাম গাযযালী (রঃ) তাঁর **ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন** কিতাবে বলেছেন,

وَفِي اللِّحْيَةِ عَشْرُ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٍ وَبَعْضُهَا أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْ بَعْضٍ : خِضَابُهَا بِالسَّوَادِ .....

أما الأول : وهو الخضاب بالسواد فهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: (خير شبابكم من تشبه بشيوخكم وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم)، والمراد بالتشبه بالشيوخ في الوقار لا في تبييض الشعر، ونهى عن الخضاب بالسواد وقال : (هو خضاب أهل النار)، وفي لفظ آخر : (الخضاب بالسواد خضاب الكفار)، وتزوج رجل عَلَى عَهْدِ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يخضب بالسواد

فنصل خضابه وظهرت شيبته فرفعه أهل المرأة إلى عمر رضي الله عنه فرد نكاحه وأوجعه ضرباً وقال: غررت القوم بالشباب ولبست عليهم شيبتك، ويقال: أول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال : (يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة). (إحياء علوم الدين، دار ابن حزم لبنان. صحفة ١٦٨-٦٩)

অনুবাদঃ দাড়ীর মধ্যে দশটি বিষয় মাকরূহ তন্মধ্যে কয়েকটি কঠিন ধরণের মাকরূহ (অর্থাৎ তাহরীমী)। (প্রথমটি হলো,) কালো রঙ দ্বারা খেজাব ব্যবহার করা।

(সবক'টির মধ্যে) প্রথমটি কালো রঙ দ্বারা খেজাব ব্যবহার করা। এটা হযরত রসুলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাদীস শরীফ মোতাবেক নিষিদ্ধ। (যে হাদিস শরীফের নির্দেশনা মতে এটা নিষিদ্ধ তাহলো)-"তোমাদের যুবকদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করে। আর তোমাদের বৃদ্ধদের মধ্যে তারা অধম, যারা যুবকদের বেশ ধারণ করে"। বৃদ্ধদের বেশ ধারণের মর্মার্থ হলো, গাম্ভীর্যতায় বৃদ্ধদের মত হবে; তাদের মত চুল সাদা করে নয়। আর নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো খেজাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (কালো খেজাব) সম্পর্কে বলেছেন-**"কালো খেজাব জাহান্নামীদের খেজাব"**। তিনি আরোও বলেছেন-**"কালো খেজাব কাফেরদের খেজাব"**। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর যামানায় এক ব্যক্তি বিয়ে করল। সে কালো খেজাব ব্যবহার করত। একসময় তার খেজাব ছুটে গেলে তার সাদা চুল বেরিয়ে পড়ল। এতে (ক্ষিপ্ত হয়ে) কনে পক্ষ হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর নিকট বিচার প্রার্থী হলো। হযরত উমর ফারুক

(রাঃ) এই বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন এবং বার্ধক্য গোপনের দায়ে লোকটিকে প্রহার করে বললেন, "তুমি বার্ধক্য গোপন করে তাদেরকে প্রতারিত করেছ"। কথিত আছে, অভিশপ্ত ফেরআউন সর্বপ্রথম কালো খেজাব ব্যবহার করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্নিত আছে, হযরত রসুলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- "আখেরী যামানায় কিছু লোক হবে, যারা কবুতরের পালখের ন্যায় কালো খেজাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা"। (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, পৃষ্ঠা নং ১৬৮-৬৯)

মাকরূহ মুত্বলক হারামের অর্থ প্রদান করে

اَلْمَكْرُوْهُ الْمُطْلَقُ তথা মত্বলকান মাকরূহ বলতে "মাকরূহ তাহরীমী"-ই বুঝায়। বিশেষ করে ফিক্বহের কিতাবের উছূল হিসাবে এটিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দলিল সমূহ নিম্নরূপ-

০১. এ ব্যপারে **আল-হিদায়ার** মোছান্নিফ শায়খুল ইসলাম ইমাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-ফারগানী আল-মুরগীনানী (রঃ) বলেন,

قال رضي الله عنه : تكلموا في معنى المكروه. والمروي عن محمد نصا أن كل مكروه حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب. (الهداية كتاب الكراهية. فصل : في الأكل والشرب. ج٤ ص٣٦٣)

অনুবাদঃ হেদায়ার মোছান্নিফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মাকরূহ শব্দের অর্থ নিয়ে ফিকহবিদগণ কথাবার্তা বলেছেন। ইমাম মুহম্মদ (রঃ) হতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রতিটি মাকরূহ বিষয়ই হারাম। তবে এ ব্যাপারে তিনি যেহেতু (কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফের) অকাট্য কোন দলিল পাননি, এ কারনে তিনি 'হারাম' শব্দ প্রয়োগ করেননি। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাকরূহ হারামের নিকটবর্তী। (আল হিদায়া-৪/৩৬৩)

০২. **রদ্দুল মোহতার শামী** কিতাবের **১**ম জিলদের ৬৩৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

والمكروه في هذا الباب نوعان احدهما : ما يكره تحريما وهو المحل عند اطلاقهم.

অনুবাদঃ এ অধ্যায়ে মাকরূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মাকরূহ মুত্বলক যা হারামের অর্থ প্রদান করে। (রদ্দুল মোহতার **১**/৬৩৯)

০৩. দেওবন্দী প্রসিদ্ধ আলেম মাওঃ রশিদ আহমদ ছাহেব কর্তৃক লিখিত **আহসানুল ফতওয়ার** ৮ম জিলদ ৩৬৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

کتب فقہ میں جہاں لفظ "مکروہ" مطلق ہوتا ہے اس سے "مکروہ تحریمی" مراد ہوتا ہے جو حرام کی ایک قسم ہے گناہ اور عذاب میں حرام کے برابر ہے- (احسن الفتاوی ج ۸ ص۳۶۴)

অনুবাদঃ ফিক্বহের কিতাবে যেখানে "مكروه" শব্দ মুত্বলক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেটিকে ‘মাকরূহ তাহরীমী’ বুঝানো হয়েছে। যা হারামেরই এক প্রকার। গোনাহ এবং শাস্তির ক্ষেত্রে হারাম ও মাকরূহ তাহরীমী সমান। (আহসানুল ফতওয়া ৮/৩৬৪)

*** একটি উদাহরণঃ* ***আল-হিদায়া*** *এবং* ***কুদুরী*** *কিতাবে উল্লেখ আছে,*

ويكره اكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها- (الهداية ج٤ ص٤٤١)

অনুবাদঃ হায়েনা (ضبع) , গুইসাপ (ضب) , কচ্চপ (سلحفاة) , বল্লাপোকা (زنبور) গর্তে বসবাসকারী যাবতীয় কীটপতঙ্গ (যেমন-ইদুর, চিকা) (حشرات) ইত্যাদি খাওয়া (হানাফী, শাফেয়ী, ও হাম্বলী মাযহাব মতে) হারাম। (হেদায়া-৪/৩৫২, কুদুরী ২০৬)

প্রিয় পাঠক! এখানে উপরেউল্লেখিত হেদায়া কিতাবের ইবারতে (ইদুর, চিকা, গুইসাপ (গুইল),কচ্চপ(কাউটটা), ইত্যাদি খাওয়া সম্পর্কে) লেখা আছে, **(وَيُكْرَهُ) আর এগুলো খাওয়া মাকরূহ।**

এখন কথা হলো- যেসব ভাইয়েরা মত্বলকান মাকরূহ’কে তাহরীমী বা হারাম মানতে নারাজ, উনারা কি তাহলে ইদুর, চিকা, গুইসাপ, কচ্চপ, ইত্যাদি খাওয়া মাকরূহ তানযীহী বলে ফতওয়া জারী করবেন ??

উল্লেখ্য, হানাফী,শাফেয়ী,এবং হাম্বলী মাযহাব মোতাবেক উপরে বর্ণিত জন্তু খাওয়া হারাম। আর মালেকী মাযহাবে মাকরূহ তাহরীমী। হেদায়ার মোছান্নিফ ويكره দ্বারা হারাম কথাটাই বুঝিয়েছেন।

তাহলে প্রমাণীত হলো, মত্বলক মাকরূহ দিয়ে হারাম কিংবা মাকরূহ তাহরীমীই বুঝায়।

কালো খেজাবের পক্ষের দলিল খন্ডন

০১. উনাদের সবচাইতে বড় দলিল হলো, ইবনে মাযাহ শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস খানা। যেমন- সুনান ইবনে মাযাহ'তে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ ، مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ". (ابن ماجة. رقم الحديث ٣٦٢٥)

অনুবাদঃ আবু হুরায়রা ছাইরাফী ও মুহম্মদ ইবনে ফিরাস (রঃ) হযরত সুহায়েব খায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে খোদা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যা দিয়ে খেজাব কর, তার মধ্যে এই কালো রংটিই সর্বোত্তম। কেননা এতে তোমাদের নারীরা তোমাদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয় এবং তোমাদের শত্রুদের মনে তোমাদের প্রতি অধিক ভীতি সৃষ্টি হয়। (ইবনে মাযাহ হাদীস শরীফ নং ৩৬২৫)

**** দলিল খন্ডনঃ**

** উক্ত হাদীসের সনদ জয়ীফ। এতে আব্দুল হামীদ ইবনে ছাইফী হাদীস শরীফ বর্ণনার উছূল মতে দুর্বল। এবং উনার আব্বাও (উক্ত হাদীস শরীফের একজন রাবী) ছিক্বাহ রাবী নন। এখানে আরেক রাবী দাফফা' ইবনে দাগফাল তিনিও জয়ীফ।

** বর্ণিত হাদীস শরীফ খানাতে ছহিহ সনদযুক্ত হাদীস শরীফের বিপরীত বর্ণনা থাকায় উক্ত হাদীসের মতনও মুনকার।

** সুতরাং ২ জন রাবী সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল, ১ জন অধিকাংশের নিকট দুর্বল এবং মতন মুনকার থাকায় এটি দলিল হিসাবে গহণযোগ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

০২. কালো খেজাব জায়েযকারীদের বড় দলিল গুলোর অন্যতম হলো, কিছু বর্ণনায় আছে, হযরত হুসাইন (রাঃ) সহ কিছু সাহাবায়ে কেরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন কালো খেজাব ব্যবহার করতেন।

**** দলিল খন্ডনঃ**

** সাহাবায়ে কেরাম (রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) কালো খেজাব ব্যবহার করতেন বলে যে বর্ণনাগুলি পাওয়া যায় তার অধিকাংশ জয়ীফ। আর তার বিপরীতে ছহিহ হাদীস বিদ্যমান। সুতরাং হাদীস শরীফের উছূল মতে তা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

** বর্ণনাগুলোতে পরস্পর বিরুধিতা বিদ্যমান। তাই এগুলো আমাদের জন্য দলিল নয়।

** সাহাবায়ে কেরাম (রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) গণ কালো খেজাব ব্যবহার করেছেন এমন হাদীস গুলো হল- حَدِيْثُ فعلية আর দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত হাদীস শরীফ গুলো حَدِيْثُ قَوْلِيَّة । উছুল হলো- حَدِيْثُ قَوْلِيَّة সমূহ حَدِيْثُ فعلية এর উপর প্রাধান্য প্রাপ্ত। তাই সাহাবায়ে কেরাম (রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) গণের কালো খেজাব ব্যবহার সংক্রান্ত হাদীস শরীফ গুলো আমাদের জন্য দলিল নয়।

** حَدِيْثُ قَوْلِيَّة সমূহ হলো- مرفوع (নবীজীর হাদীস)আর حَدِيْثُ فعلية সমূহ হলো- موقوف (সাহাবাবায়ে কেরামের হাদীস)। তাই কালো খেজাব হারাম সংক্রান্ত مرفوع হাদীস শরীফ গুলো অবশ্যই موقوف হাদীস শরীফ সমূহের উপর প্রাধান্য প্রাপ্ত।

** যে সকল হাদীসে কালো খেজাব নিষেধ করা হয়েছে তা قوى আর اباحت এর হাদীস সমূহ ضعيف । তাই قوى হাদীসের বিপরীতে ضعيف হাদীস দলিল হয়না।

***** ছাহাবায়ে কেরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন গণ অধিকাংশ সময় জিহাদরত অবস্থায় থাকতেন। তাই উনারা কালো খেজাব ব্যবহার করলে তাতে কোন আপত্তি থাকার কথা না।(তবে এই কালো ছিল প্রাকৃতিক। এতে কেমিক্যাল ছিলনা। আর বর্তমানে কেমিক্যাল ছাড়া বাজারে কোন খেজাবই মিলেনা।)***

***** ছাহাবায়ে কেরাম কালো খেজাব ব্যবহার করতেন না; যা ব্যবহার করতেন তাকে আরবী ভাষায় وَسْمَةٌ / وَسَمَةٌ বলে। এটা কালো কোন কালার নয়।***

** وَسِمَةٌ / وَسَمَةٌ / وَسْمَةٌ এর পরিচিতিঃ হানাফী মাযহাবের অন্যতম বড় আলেম ও ফিকহবিদ আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (রঃ) তাঁর লিখিত বিশ্ববিখ্যাত التعليق الممجد عالىٰ موطأ محمد নামক কিতাবের ৩য় জিলদ ৪৬৩-৬৪ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন,

قوله : بالوَسَمة، بفتحتين، وبفتح الأول وسكون الثاني، وبكسره أيضاً على ما في "القاموس" و "المغرب"، هو ورق النيل، والخضاب به صرفاً لا يكون سواداً خالصاً بل مائلاً إلى الخضرة، وكذا إذا خلط بالحناء وخضب به، نعم لو خضب الشعر أوّلاً بالحنّاء صِرفاً ثم الوسمة عليه يحصل السواد الخالص فيكون ممنوعاً.

অনুবাদঃ ইমাম মুহম্মদ (রঃ) এর কথা بالوَسَمة (এর পরিচিতি)- কামুস এবং মাগরীব অভিধান মতে এটি و এবং س হরফকে যবর / ১মটিকে যবর এবং ২য়টিকে সকুন / ২য়টিকে যের দিয়ে পড়া যায়।এটা নীল গাছের পাতা। শুধুমাত্র এটি দিয়ে খেজাব করলে কালো হয়না বরং সবুজের মত দেখায়।এভাবে মেন্দী এবং ওয়াসমাহ এক সাথে মিশিয়ে খেজাব করলে এরূপই দেখায় (যা কালোও নয় লালও নয়)। হ্যাঁ, কারো চুলে যদি প্রথমে শুধু মেন্দী লাগায় এবং পরে ওয়াসমাহ ব্যবহার করে তবে কালো রঙ ধারণ করে যা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

** হযরত হুসাইন (রাঃ) কোন ধরনের খেজাব লাগাতেনঃ হযরত হুসাইন (রাঃ) وَسْمَةٌ - ওয়াসমাহ ব্যবহার করতেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا، فَقَالَ أَنَسٌ : كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالوَسْمَةِ. (صحيح البخاري رقم ٣٧٤٨)

অনুবাদঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (লাঃ) এর সম্মুখে হযরত হুসাইন (রাঃ) এর খন্ডিত মস্তক মোবারক এনে একটি বড় পাত্রে রাখা হলো। তখন লা'নত প্রাপ্ত উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (লাঃ) হযরত হুসাইন (রাঃ) এর নাকেমুখে খুচাতে লাগলো এবং তাঁর রূপ লাবণ্য সম্পর্কে কটুক্তি করতে লাগলো।হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, হুসাইন (রাঃ) গঠন ও আকৃতির দিক দিয়ে দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবয়বের মত ছিলেন।শাহাদত বরণকালে তাঁর চুল ও দাড়ীতে ওয়াসমাহ দ্বারা খেজাব লাগানো ছিল।(ছহিহ আল বুখারী-৩৭৪৮)

** হযরত হাসান এবং হুসাইন (রাঃ) কোন **খেজাবই লাগাতেন না** - হাদিস শরীফের বড় কিতাব মাযমাউয যাওয়ায়েদ কিতাবে আছে,

عن مستقيم بن عبد الملك ، قال : رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما ، شابا وما يخضان. (مجمع الزوائد رقم الحديث ٨٧٩٦، طبراني في الكبير رقم الحديث ٢٥٣٧)

অনুবাদঃ প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত মুস্তাকিম ইবনে আব্দুল মালেক (রঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান এবং হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উনাদের দু'জনকেই যুবক অবস্থায় দেখেছি, **উনারা খেজাব লাগাননি**। (মাজমা-৮৭৯৬, তাবারানী-২৫৩৭)

** হযরত হাসান এবং হুসাইন (রাঃ) **মেন্দী এবং কাতম ব্যবহার করতেনঃ** হাদিস শরীফের বড় কিতাব মাযমাউয যাওয়ায়েদ কিতাবে আছে,

عن العيزار ابن حريث، قال : رأيت الحسن والحسين يخضبان بالحناء والكتم.
(مجمع الزوائد رقم الحديث ٨٨١٣، طبراني في الكبير رقم الحديث٢٧٨١)

অনুবাদঃ প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত ঈযার ইবনে হারীছ (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি হযরত হাসান এবং হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উনাদেরকে দেখেছি, উনারা দু'জনই **মেন্দী এবং কাতম দ্বারা খেজাব করতেন**। (মাজমা-৮৭৯৬, তাবারানী-২৫৩৭)

***** পাঠক! উপরে বর্ণিত ৩টি বর্ণনাই পরস্পর বিরুধী।এক বর্ণনায় ওয়াসমাহ, আরেক বর্ণনায় মেন্দী এবং কাতম, আরেকটিতে কোন খেজাবই লাগাননি।কোনটিতে কালো খেজাবের কথাও আছে।***

এখন, হযরত হাসান এবং হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উনাদের খেজাব বিষয়ক সমাধান কিভাবে দেবেন? সমাধান হলো- উনারা হরবী তথা যুদ্ধরত অবস্থায় থাকতেন।তাই উনারা (প্রাকৃতিক) খেজাব লাগাতেন।তাই রাবীগণ যে যেরূপ দেখেছেন উনি ঐরূপই বর্ণনা করেছেন।

আসল কথা কি, উনাদের খেজাব ব্যবহার বিষয়ক মওকুফ হাদিস শরীফ গুলো আমাদের জন্য দলিল নয়। তাই আমরা এসব পরস্পর বিরুধী বর্ণনার সমাধান বের করতে বাধ্যও নই। আর এগুলোর সমাধান তালাশ করা আমাদের কাজও নয়।

আমরা মাযহাব মানি, তাই আমরা আমাদের নিজ নিজ মাযহাবের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তটিই মান্য করব।

আর যারা লা মাযহাবী / সালাফী তারা নিজে নিজে এসবের সমাধান তালাশ করে গুমরা হউক এতে আমাদের কিছুই যায় আসে না।

** হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর কথা প্রসঙ্গঃ

** পাঠক! আমাদের হানাফী মাযহাবের নিয়ম হলো- ***"যখন কোন বিষয় নিয়ে ছাহেবাইনের তথা হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও হযরত ইমাম মুহম্মদ (রঃ) উনাদের দু'জনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে তখন হযরত ইমাম আবু হানিফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সিদ্ধান্ত যার পক্ষে যাবে তাঁর সিদ্ধান্তটিই কার্যকর বলে বিবেচিত হবে"। এখানে হযরত ইমাম আবু হানিফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ অধিকাংশ হানাফী ইমামগণ হযরত ইমাম মুহম্মদ (রঃ) এর মতের পক্ষে অভিমত পেশ করায় হযরত ইমাম মুহম্মদ (রঃ) এর মতের উপরই হানাফী মাযহাবের চুড়ান্ত রায় গৃহিত হয়েছে। অর্থাৎ, কালো খেজাব ব্যবহার করা হানাফী মাযহাব মতে "মাকরূহ তাহরীমী" বলেই হানাফী মাযহাব চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।***

এজন্যই তো হানাফী ফিকহের কিতাবে বলা হয়েছে,

** হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফতওয়ার কিতাব **"রদ্দুল মোহতার"** পরিচিত নাম **"ফতওয়ায়ে শামী"** কিতাবে শায়খ মুহম্মদ আমিন (ইবনে আবেদীন) (রঃ) বলেছেন,

(قوله ويكره بالسواد) اى لغير الحرب قال في الذخيرة اما الخضاب بالسواد للغزو ليكون اهيب للعدو فهو محمود بالاتفاق. وان يزيِّن نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشائخ. (رد المحتارج٥ ص٣٧٢ / ج٩ ص٦٠٥)

অনুবাদঃ-"(মুছান্নিফের কথা-"আর কালো খেজাব মাকরূহ তাহরীমী") অর্থাৎ,জিহাদের ময়দান ছাড়া কালো খেজাব ব্যবহার করা মাকরূহ তাহরীমী জখিরার লেখক তাই বলেছেন। কেননা,দুশমনদের মনে ভয় পয়দা করার নিমিত্তে জিহাদের ময়দানে কালো খেজাব ব্যবহার করা সকল উলামাদের ঐকমত্যে প্রসংসিত ও মুস্তাহসান। আর যদি স্ত্রীর নিকট কিংবা অন্য ক্ষেত্রে নিজেকে সুন্দর-হেন্ডসাম করে পরিচিত করার নিমিত্তে কালো খেজাব ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে তা মাযহাবের সকল মাশায়েখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাকরূহ তাহরীমী হবে। (ফতওয়ায়ে শামী ০৫/৩৭২ (হিন্দ) ০৯/৬০৫ সৌদি ছাপা)

** প্রসিদ্ধ হানাফী ফতওয়ার কিতাব **"আলমগীরী"**তে আছে,

اتفق المشائخ رحمهم الله تعالي أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة - وانه من سيماء المسلمين وعلاماتهم - و أما الخضاب بالسواد فمن فعل ذالك من الغزاة ليكن أهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشائخ رحمهم الله تعالي - ومن فعل ذالك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه اليهن

فذالك مكروه وعليه عامة المشائخ. (فتاوى الهندية بالمعروفة علمگيرية ج٥ ص٣٥٩ / ج٥ ص ٤٣٨)

অনুবাদঃ- পুরুষের জন্য লাল রঙের আবরনমুক্ত খেজাব সুন্নত একথার উপর মাশায়েখগণ (রাহিমাহুমুল্লাহু তাআ'লা) ঐকমত্য পোষন করেছেন। আর এটা মুসলমানদের নিশান এবং আলামত। আর শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে দুশমনের অন্তরে ভয় পয়দা করার নিমিত্তে কালো খেজাব ব্যবহার করা প্রসংসিত এ বিষয়েও মাশায়েখগণ (রাহিমাহুমুল্লাহু তাআ'লা) ঐকমত্য পোষন করেছেন। আর যদি নিজ স্ত্রীর নিকট নিজেকে সুন্দর-হেন্ডসাম করে পরিচিত করার নিমিত্তে কালো খেজাব ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা মাযহাবের সকল মাশায়েখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাকরূহ তাহরীমী হবে। (আলমগীরী ০৫/৩৫৯ ইন্ডিয়া, ০৫/৪৩৮ বইরুত, উর্দু ০৯/৯০)

সুতরাং আমরা উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম

** প্রসিদ্ধ মতে দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন খেজাব লাগাননি। ইন্তেকাল পর্যন্ত উনার ২০টা চুল-দাড়ী মোবারক পেঁকেছিল।

** আবরন যুক্ত কোন ধরনের খেজাব লাগানো যাবেনা। এতে অজু-গোসল হয়না; তাই ঐ ব্যক্তি নাপাক থাকার কারনে তার নামায হবেনা। এধরনের লোক ইমাম হলে তার এবং মোক্তাদীদের নামায বাতিল বলে পরিগনিত হবে।

** বাজারে পাওয়া অধিকাংশ খেজাবই ক্যামিকেল এবং রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত। আর ক্যামিকেল এবং রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে অনেকটায়ই অদ্রবনীয় (যার ভেতরে পানি ঢুকেনা) পদার্থ যুক্ত থাকে।তাই এগুলোতে পানি ঢুকতে সময় লাগে আবার কোনটিতে একেবারেই পানি ঢুকেনা। সুতরাং যার ভেতরে আল্লাহর ভয় আছে অর্থাৎ মোত্তাকী ব্যক্তি অবশ্যই বাজার থেকে কিনে খেজাব ব্যবহারের পূর্বে এ বিষয়ে গুরুত্বারূপ করবে।

** মেন্দী পাতা, কাতম পাতা, আর ওয়াসমাহ বা নীল গাছের পাতা দিয়ে খেজাব লাগানো হানাফী মাযহাব মতে মোস্তাহাব। কেউ ইচ্ছা করলে লাগাতে পারে।

** মেন্দী লাগানোর পর ওয়াসমাহ লাগানো নিষেধ।

** কালো খেজাব ব্যবহার করা হানাফী মাযহাবের রাজেহ কওল মতে “মাকরূহ তাহরীমী”।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের সহায় হোন। আমাদের সকলকে ছহিহ শুদ্ধ ভাবে তাঁর ইবাদত করার তৌফিক দান করুন। আমিন!